بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ০২ তাবুক, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। এ প্রসঙ্গে, দামেস্কের বিজয়, যা ত্রয়োদশ হিজরীতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি। এটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগের শেষ যুদ্ধ ছিল। দামেস্ক শহরের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রাচীন দামেস্ক– সিরিয়ার রাজধানী এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ শহর ছিল। শুরুতে এটি প্রতিমা পূজার বড় একটি কেন্দ্র ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের আগমনের পর এর মন্দিরগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করে দেয়া হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানে আরবরাও বসবাস করতো আর মুসলমানদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোও এখানে নিয়মিত আসতো। আর এ কারণেই এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল। দামেস্ক দুর্গসদৃশ প্রাচীর ঘেরা একটি শহর ছিল। নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের কারণে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। বড় বড় পাথর দিয়ে এর প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ছয় মিটার। এতে খুবই মজবুত দরজা লাগানো হয়েছিল। প্রাচীরের প্রস্থ ছিল তিন মিটার। এর দরজা শক্তভাবে বন্ধ করা হতো। প্রাচীরের চতুর্দিকে গভীর পরিখা ছিল, যার প্রস্থ ছিল তিন মিটার। এই পরিখাটিকে নদীর পানি দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণ রাখা হতো। এভাবে দামেস্ক একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ শহর ছিল যেখানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিরিয়া অভিমুখে বিভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে একটি সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করে 'হিমস' যাওয়ার নির্দেশ দেন। হিমস ছিল দামেস্কের নিকটবর্তী সিরিয়ার একটি প্রাচীন, বিখ্যাত ও বড় শহর। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দামেস্কে পৌঁছে অন্যান্য মুসলিম সেনাদলের সাথে এটি অবরোধ করেন। দামেস্কবাসীরা দুর্গের প্রাচীরে উঠে মুসলমানদের ওপর পাথর ও তির নিক্ষেপ করতো আর মুসলমানরা চামড়ার ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করতো। সুযোগ বুঝে মুসলমানরাও তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করতো। এভাবে বিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও কোন ফলাফল লাভ হয় নি। দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার কারণে দামেস্কবাসীরা চরম কষ্টে নিপতিত ছিল। দুর্গে রসদও ফুরিয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া দামেস্কবাসীর ক্ষেত-খামার দুর্গের বাইরে থাকায় তাদের চাষাবাদের ক্ষতি হচ্ছিল। দুর্গে খাদ্যশস্য আসতে পারছিল না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রেরও ঘাটতি ছিল। অবরোধ দীর্ঘায়িত হবার কারণে তারা চরম উৎকণ্ঠা ও বিপদে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। এ সময় অর্থাৎ অবরোধের বিশ দিন অতিবাহিত হবার পর মুসলমানরা সংবাদ পায় যে, 'আজানাদায়েন' নামক স্থানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস রোমানদের এক বিরাট সেনাদল সমবেত করেছে। হযরত খালেদ (রা.) এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে 'বাবে শারকী' তথা পূর্বদিকের ফটক থেকে রওয়ানা হয়ে 'বাবে জাবিয়া'

তথা জাবিয়া গেটে হযরত আবু উবায়দার কাছে যান এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে নিজের মতামত প্রদান করেন যে, (চলুন!) আমরা দামেস্কের অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদায়েন-এ রোমান সেনাদের মুখোমুখি হই। আর আল্লাহ্ যদি আমাদের বিজয় দান করেন তাহলে আমরা এখানে ফিরে এসে দামেস্কের সমস্যার সমাধান করবো। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমার মতামত এর বিপরীত, কেননা বিশ দিন দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার কারণে দামেস্কবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এবং তাদের হৃদয়ে আমাদের প্রতাপ বিস্তার লাভ করেছে। আমরা এখান থেকে চলে গেলে তারা স্বস্তি পাবে এবং প্রচুর পরিমাণে পানাহার সামগ্রী দুর্গে জড়ো করবে আর আমরা যখন আজনাদায়েন থেকে এখানে ফিরে আসব তখন তারা দীর্ঘ দিনের জন্য আমাদের মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়ে উঠবে। হযরত খালেদ, হযরত আবু উবায়দার সাথে সহমত পোষণপূর্বক অবরোধ অব্যাহত রাখেন এবং দামেস্কের দুর্গের বিভিন্ন ফটকে মোতায়েন সকল মুসলমান নেতাকে নির্দেশ দেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আরও জোরদার করুন। হযরত খালেদের নির্দেশ পালনে চতুর্দিক থেকে ইসলামী সেনারা প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে। এভাবে দামেস্ক অবরোধের একুশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। হযরত খালেদ মুসলমানদেরকে আক্রমণ জোরদার করতে উদ্বুদ্ধ করে নিজেও পূর্বদিকের ফটক থেকে জোরালো আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। দামেস্কবাসীরা এ পর্যায়ে একেবারেই নিরূপায় হয়ে পড়েছিল এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাহায্যের প্রতীক্ষা করছিল। হযরত খালেদ উপর্যুপরি আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এভাবেই যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি দেখেন, দুর্গের প্রাচীরের ওপর যেসব রোমান সৈন্য ছিল তারা হঠাৎ তালি বাজিয়ে লম্ফঝম্প করছে এবং আনন্দ-উল্লাস করছে। মুসলমানরা বিস্ময়ে তাদের দেখতে থাকে। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) একদিকে তাকিয়ে দেখেন, (দিগন্তে) বিশাল ধুলোর মেঘ এদিকে ধেয়ে আসছে যার ফলে আকাশ অন্ধকার দেখাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল দিনের বেলাতেও অন্ধকার ছেয়ে গেছে। হযরত খালেদ (রা.) সাথে সাথে বুঝতে পারেন যে, দামেস্কবাসীর সাহায্যার্থে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সেনাদল ধেয়ে আসছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন গুপ্তচর বিষয়টির সত্যতাও নিশ্চিত করে যে, আমরা পাহাড়ী উপত্যকার দিকে বিশাল এক সেনাদল দেখেছি আর নিঃসন্দেহে তারা রোমান সেনাদল। হযরত খালেদ (রা.) তৎক্ষণাৎ গিয়ে হযরত আবু উবায়দাকে পরিস্থিতি অবগত করে বলেন, আমি সংকল্প করেছি, পুরো (মুসলিম) বাহিনী নিয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পাঠানো সেনাদলকে মোকাবিলা করতে যাব; এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, এটি সমীচীন হবে না। কারণ আমরা যদি এই স্থান ত্যাগ করি তাহলে দুর্গবাসীরা বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। একদিকে হিরাক্লিয়াসের সেনাদল আক্রমণ করবে, অপরদিক থেকে দামেস্কবাসী আক্রমণ করবে; আমরা রোমানদের দুই বাহিনীর (দ্বিমুখী আক্রমণের) মাঝে বিপদে পড়ে যাব। তখন হযরত খালেদ বলেন, তাহলে আপনার মতামত কী? হযরত আবু উবায়দা বলেন, তুমি একজন নির্ভীক ও বীর পুরুষকে নির্বাচন করো এবং তার সাথে একটি দল শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য পাঠিয়ে দাও। অতএব হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ, হযরত যিরার বিন আযওয়ারকে পাঁচশ আরোহীর সেনাদল দিয়ে রোমান বাহিনীর মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত যিরারের সেনাদলের সংখ্যা পাঁচ হাজারও বর্ণিত হয়েছে। যাহোক হযরত যিরার পাঁচশ সৈন্য বা যত সৈন্যই ছিল, তাদের নিয়ে রোমান সেনাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কয়েকজন সৈন্য রোমানদের বহর দেখে তাকে বলে, এই

বাহিনী অনেক বড় এবং আমরা মাত্র পাঁচশ জন; আমাদের ফিরে যাওয়া এবং নিজেদের (পুরো) বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে এদের মোকাবিলা করাই শ্রেয়। হযরত যিরার বলেন, শত্রুদের সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পেয়ো না। আল্লাহ্ তা'লা বহুবার স্বল্পসংখ্যককে অধিকসংখ্যকের ওপর জয়ী করেছেন, এবারও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। হে বন্ধুগণ! ফিরে যাওয়া তো জিহাদ থেকে পলায়নের নামান্তর, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। তোমরা কি আরবদের সাহসিকতা ও আত্মনিবেদনকে কলঙ্কিত করবে? যে ফিরে যেতে চায় সে চলে যাক; আমি অবশ্যই লড়াই করবো এবং ইসলামের নাম সমুন্নত করবো। আল্লাহ্ যেন আমাকে পালাতে না দেখেন! মুসলমানরা সবাই সমস্বরে বলে, আমরা সবাই ইসলামের জন্য উৎসর্গ হয়ে যাব, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করব! (অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।) হযরত যিরার আনন্দিত হন। তিনি নির্দেশ দেন যে, শত্রুর ওপর একযোগে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দাও। হযরত যিরার ও মুসলমানগণ রোমান বাহিনীর ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। রোমান সেনাপতির ছেলে হযরত যিরারের ওপর আক্রমণ করে এবং তার বাম বাহুতে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যার কারণে প্রবলবেগে রক্ত বইতে আরম্ভ করে; এক মুহূর্ত পরেই তিনিও তার হৃদপিণ্ড বরাবর বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করেন। তার (যিরারের) বর্শা তার বক্ষে আটকে যায় এবং (বর্শার) ফলা ভেঙে যায়। রোমানরা যখন দেখে যে, তার (অর্থাৎ যিরারের) বর্শার ফলা নেই; তখন তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে বন্দি করে ফেলে, কেননা হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। সাহাবীরা যখন দেখেন যে, হযরত যিরার আটক হয়ে পড়েছেন তখন তারা অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন হন। তারা কয়েকবার প্রতিরোধমূলক আক্রমণ করলেও তাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হন। হযরত খালেদ (রা.) যখন হযরত যিরারের বন্দি হবার সংবাদ লাভ করেন তখন তিনি খুবই উৎকণ্ঠিত হন এবং সঙ্গীদের নিকট থেকে রোমান সৈন্যদের সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে হযরত আবু উবায়দার সাথে পরামর্শ করেন এবং আক্রমণের বিষয়ে (তার) মতামত গ্রহণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, দামেস্ক অবরোধের যথার্থ ব্যবস্থা করে আপনি আক্রমণ করতে পারেন। যেহেতু সেসময় হযরত আবু উবায়দা কমাণ্ডার বা সেনাপতি ছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) অবরোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার পর নিজ সঙ্গীদের নিয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন যে, শত্রুদের পাওয়ামাত্রই অকস্মাৎ তাদের ওপর আক্রমণ করবে। যদি তারা যিরারকে হত্যা না করে থাকে তাহলে হয়ত আমরা তাকে ছাড়িয়ে আনব। আর যদি যিরারকে শহীদ করে ফেলে তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদের কাছ থেকে এর যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। যদিও আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা যিরারের বিষয়ে আমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করবেন না। এরই মাঝে হযরত খালেদ একজন অশ্বারোহীকে লাল রংয়ের উন্নত মানের ঘোড়ায় (আরোহিত অবস্থায়) প্রত্যক্ষ করেন যার হাতে চকচকে দীর্ঘ বর্শা ছিল। তার বেশ-ভুষায় বীরত্ব, বিচক্ষণতা এবং রণনৈপুন্য স্পষ্ট ছিল। (সে) বর্মের ওপর পোশাক পরিহিত ছিল। গোটা শরীর এবং মুখমণ্ডল আবৃত ছিল এবং সেনাদলের অগ্রভাগে ছিল। হযরত খালেদ (রা.) আকাঙ্ক্ষা করেন যে, হায়! এই অশ্বারোহী কে তা যদি আমি জানতে পারতাম। আল্লাহ্‌র কসম! এ ব্যক্তিকে অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক মনে হচ্ছে। সবাই তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। ইসলামী সৈন্যদল যখন কাফেরদের নিকটবর্তী হয় তখন লোকজন সেই অশ্বারোহীকে রোমানদের ওপর এমনভাবে আক্রমণ করতে দেখে যেভাবে বাজপাখি ছোট পাখিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার একটিমাত্র

আক্রমণ শত্রুসৈন্যদলে ত্রাস সৃষ্টি করে দেয় এবং লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। আর সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে শত্রুসৈন্যদলের কেন্দ্রে বা ব্যূহে ঢুকে যায়। সে যেহেতু নিজ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়েছিল তাই পুনরায় ঘুরে কাফের সেনাসারি ভেদ করে তাদের ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। যে-ই সামনে আসছিল তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কারো কারো ধারণা ছিল যে, এই ব্যক্তি হযরত খালেদই হতে পারেন। রাফে বিস্মিত হয়ে খালেদকে জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে? হযরত খালেদ বলেন, আমার জানা নেই। আমি নিজেই অবাক যে, কে এই ব্যক্তি? হযরত খালেদ সেনাদলের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন এমতাবস্থায় সেই আরোহী পুনরায় রোমান সেনাদের মাঝ থেকে বের হয়। রোমানদের কোন সৈন্যই তার বিপরীতে দাঁড়াতে পারছিল না এবং সে রোমানদের মাঝে একাই কয়েকজনের সাথে লড়াই করছিল। এরইমধ্যে হযরত খালেদ আক্রমণ করে তাকে কাফেরদের বেষ্টনী থেকে মুক্ত করেন আর এ ব্যক্তি ইসলামী সেনাদলের মাঝে পৌঁছে যায়। হযরত খালেদ (রা.) তাকে বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র শত্রুদের ওপর নিজের ক্রোধ প্রদর্শন করেছ, বল তুমি কে? সেই আরোহী কোন উত্তর না দিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। হযরত খালেদ বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে উৎকণ্ঠায় নিপতিত করেছ। তুমি এতটাই ভ্রুক্ষেপহীন! আসলে তুমি কে? হযরত খালেদের বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সে উত্তর দেয়, আমি অবাধ্যতার কারণে (আপনাকে) উপেক্ষা করি নি। অর্থাৎ এমন নয় যে, আমি অবাধ্য, তাই আপনাদের উত্তর দিচ্ছি না, বরং আমি লজ্জাবোধ করছি, কেননা আমি পুরুষ নই; একজন নারী। তো নারীরাও এমন বীরত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতেন। আমার মর্মপীড়া আমাকে এক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করেছে। খালেদ জিজ্ঞেস করেন, কোন নারী? সেই মহিলা বলেন, আমি হলাম যিরারের বোন খওলা বিনতে আযওয়ার। ভাইয়ের আটক হবার সংবাদ পেয়ে আমি তা-ই করেছি যা আপনি দেখেছেন। একথা শুনে হযরত খালেদ বলেন, আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করা উচিত। আমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে প্রত্যাশা রাখি যে, তিনি যিরারকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিবেন। হযরত খওলা বলেন, আমিও আক্রমণের ক্ষেত্রে সম্মুখসারিতে থাকব। এরপর হযরত খালেদ জোরালো আক্রমণ করেন। রোমানদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায় এবং তাদের সেনাদল বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হযরত রাফে বীরত্বের নৈপুন্য প্রদর্শন করেন। মুসলমানরা পুনরায় জোরালো আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, তখন অকস্মাৎ কাফের সৈন্যদলের কতিপয় আরোহী নিরাপত্তা প্রার্থনা করে দ্রুত এদিকে (অর্থাৎ মুসলমানদের দিকে) চলে আসে। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও আর আমার কাছে নিয়ে আস। এরপর খালেদ (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা কারা? তারা বলে, আমরা রোমান সেনাবাহিনীর লোক এবং হিমসের অধিবাসী আর সন্ধির প্রত্যাশী। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, সন্ধি তো হিমস গিয়ে হবে। এখানে সময়ের পূর্বে আমি সন্ধি করতে পারবো না। তবে তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। যখন আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত দিবেন এবং আমরা বিজয় অর্জন করবো তখন সেখানে কথা হবে। তবে এটা বলো যে, আমাদের একজন বীর যিনি তোমাদের নেতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে তোমরা কিছু জানো কিনা। তারা বলে, আপনি সম্ভবত সে ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন যিনি উন্মুক্ত শরীরে ছিলেন এবং যিনি আমাদের অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন আর নেতার পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। খালেদ (রা.) বলেন, হ্যাঁ, তিনিই। তারা বলে, তিনি যখন বন্দি হন এবং ওয়ারদানের কাছে পৌঁছেন তখন ওয়ারদান তাকে একশো আরোহীর দলের

সাথে হিমসে প্রেরণ করেছে যেন তাকে বাদশাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হয়। এটা শুনে খালেদ (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং হযরত রাফেকে ডেকে বলেন, তুমি পথঘাট ভালোভাবে চিন। নিজ পছন্দের যুবকদের নিয়ে হিমস পৌঁছার পূর্বেই হযরত যিরারকে মুক্ত করে আন এবং নিজ প্রভুর কাছে পুরস্কার লাভ কর। হযরত রাফে একশ যুবককে নির্বাচিত করেন এবং রওয়ানা হতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হযরত খওলা কাকুতিমিনতি করে হযরত খালেদের (রা.) কাছ থেকে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে নেন আর সবাই হযরত রাফে-র নেতৃত্বে হযরত যিরারকে (রা.) উদ্ধার করতে হিমস এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত রাফে দ্রুত অগ্রসর হন এবং একটি স্থানে পৌঁছে তিনি নিজ সঙ্গীদের বলেন, আনন্দিত হও, শত্রুরা এর চেয়ে সামনে যায়নি এবং সেখানে নিজের একটি সেনাদলকে লুকিয়ে রাখেন। তাদের সেই অবস্থায় থাকতেই ধুলা উড়তে দেখা যায়। হযরত রাফে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। মুসলমানরা প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল এমতাবস্থায় রোমানরা (সেখানে) পৌঁছে। হযরত যিরার (রা.) তাদের কাছে বন্দি ছিলেন এবং বেদনাভরা কণ্ঠে পঙক্তি পড়ছিলেন যে, হে সংবাদদাতা! আমার জাতি ও খওলাকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমি বন্দি এবং মশকে বাঁধা রয়েছি। সিরিয়ার কাফের ও বিধর্মীরা আমাকে ঘিরে রেখেছে এবং সবাই বর্ম পরিহিত। হে (আমার) হৃদয়! তুমি দুঃখ ও বেদনার কারণে মৃত্যু বরণ কর এবং হে যৌবনের অশ্রু! আমার গালে বয়ে যাও। যে পঙক্তিগুলো তিনি পড়ছিলেন তার অর্থ হলো এটি। হযরত খওলা চিৎকার করে বলেন, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে। আমি হলাম তোমার বোন খওলা, আর এটি বলে তিনি জোরে তকবীর দিয়ে আক্রমণ করেন। আর অন্য মুসলমানরাও তকবীর দিয়ে আক্রমণ করে। মুসলমানরা সেই দলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সবাইকে হত্যা করা হয়। হযরত যিরার (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা মুক্তি প্রদান করেন এবং মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে। হযরত খওলা নিজ হাতে ভাইয়ের রশি খুলে দেন এবং সালাম প্রদান করেন। হযরত যিরার (রা.) নিজ বোনকে বাহবা দেন এবং সাধুবাদ জানান। একটি দীর্ঘ বর্শা হাতে নেন এবং একটি ঘোড়ায় আরোহন করেন আর খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এখানে এই আনন্দ ছিল আর অপর দিকে দামেস্কে হযরত খালেদ জোরালো আক্রমণ করে ওয়ারদানকে পরাজিত করেন। তারা পালিয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। সেখানে হযরত যিরার (রা.) এবং অন্য মুসলমানদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। বিজয়ের সংবাদ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। এখন মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে দামেস্ক বিজয় হতে যাচ্ছে।

অপরদিকে ইসলামী সেনাবাহিনী দামেস্কে অবস্থান করছিল এবং দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল। এমন সময় বুসরা থেকে হযরত আব্বাদ বিন সাঈদ হযরত খালেদের (রা.) কাছে আসেন এবং তাকে সংবাদ দেন যে, রোমানদের নব্বই হাজার সেনা আজনাদায়েন নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। হযরত খালেদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অতএব তাদের সবাইকে পত্র লিখে দাও তারা যেন আমাদের সাথে আজনাদায়েন নামক স্থানে এসে একত্রিত হয়। আর আমরাও এখন দামেস্কের দুর্গের অবরোধ তুলে নিয়ে আজনাদায়েনের দিকে যাত্রা করবো।

হিরাক্লিয়াসের কাছে ওয়ারদানের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। অধিকন্তু তার ছেলের নিহত হওয়ার বিষয়েও সে বিস্তারিত জেনে গিয়েছিল। অতএব হিরাক্লিয়াস তাকে

অত্যন্ত বকাঝকা করে লিখে, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত আরবরা তোমাকে পরাজিত করেছে এবং তোমার ছেলেকে হত্যা করেছে। মসীহ্ তার ওপরও কৃপা করেন নি আর তোমার ওপরও নয়। যদি তোমার বীরত্ব ও সুদক্ষ তরবারি চালনার প্রসিদ্ধি না থাকতো তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। যাহোক, যা হবার তা হয়েছে, আমি আজনাদায়েন অভিমুখে নব্বই হাজার সেনা প্রেরণ করেছি। তোমাকে আমি তাদের সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করছি। হযরত খালেদ দামেস্কের অবরোধ শেষ করে আজনাদায়েন অভিমুখে সেনাদলকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মুসলমানরা দ্রুত তাঁবু গুটিয়ে অবশিষ্ট মালপত্র উটের ওপর চাপাতে আরম্ভ করে। গনিমতের সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত উট এবং মালপত্র টানার উটগুলোকে মহিলা ও শিশুদের সাথে সৈন্যবাহিনীর পিছনের দিকে রাখা হয় এবং অবশিষ্ট আরোহীদের সেনাবাহিনীর সম্মুখে রাখা হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ বলেন, আমার মতে আমি মহিলা এবং শিশুদের কাফেলার সাথে সেনাবাহিনীর পিছনে থাকব (অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দাকে বলেন) আর আপনি সেনাদলের সম্মুখে থাকবেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, হতে পারে যে, ওয়ারদান তার সেনাদল নিয়ে আজনাদায়েন থেকে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়েছে এবং তাদের মুখোমুখি হতে হবে। যদি তুমি সেনাবাহিনীর সামনে থাক তাহলে তুমি তাদেরকে বাধা দিতে পারবে এবং মোকাবিলা করতে পারবে। সুতরাং তুমি সামনে থাক এবং আমি পিছনে থাকি। হযরত খালেদ বলেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। আমি আপনার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করবো না। যখন ইসলামী সেনাবাহিনী দামেস্ক অবরোধ পরিত্যাগ করে রওয়ানা হয় তখন সেনাবাহিনীকে যাত্রা করতে দেখে দামেস্কবাসীরা আনন্দে লম্ফঝম্প করতে থাকে আর তালি বাজিয়ে নিজেদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। ইসলামী সেনাবাহিনীর যাত্রা করা সম্পর্কে দামেস্কবাসীরা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। কেউ বলে, আজনাদায়েনে আমাদের বিশাল সেনাদলের একত্রিত হবার সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা সিরিয়ায় তাদের অন্যান্য বাহিনীর সাথে একত্রিত হতে গিয়েছে। আবার কেউ বলে, অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে তারা অন্য কোন স্থানে সেনা অভিযান করতে যাচ্ছে। আর কেউ কেউ এ কথা পর্যন্ত বলে যে, তারা পালিয়ে হেজাযে ফিরে যাচ্ছে। দামেস্কবাসীরা এক ব্যক্তির কাছে সমবেত হয় যার নাম ছিল বুলিস, অর্থাৎ সেখানে যতজন ছিল। আর সে এর পূর্বে কোন যুদ্ধে সাহাবীদের সামনে আসেনি। এই ব্যক্তি হিরাক্লিয়াস এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও উন্নত মানের তিরন্দাজ ছিল। দামেস্কবাসীরা তাকে তাদের নেতা মনোনীত করে আর সকল প্রকার লালসা দিয়ে যুদ্ধের জন্য রাজি করায়। অধিকন্তু তারা এই কথার শপথ করে যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে না আর তাদের মধ্য থেকে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে তাকে নিজ হাতে হত্যা করার অধিকার তার থাকবে। এই অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ যখন শেষ হয় আর বুলিস ঘরে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করছিল তখন তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বুলিস বললো, দামেস্কবাসীরা আমাকে তাদের আমীর নির্বাচন করেছে আর এখন আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তার স্ত্রী তাকে বলে, এমনটা কোরো না, বরং ঘরে বসে থাক। তোমার মাঝে আরবদের সাথে লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই। অযথা তাদের সাথে লড়াই করতে যেও না। আমি আজই স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমার হাতে একটি কামান রয়েছে আর তুমি আকাশে পাখি শিকার করছ। কিছু পাখি আহত হয়ে পড়ে যায়, কিন্তু তারা পুনরায় উঠে উড়তে থাকে। আমি আশ্চর্য ছিলাম এমন সময় হঠাৎ ওপর থেকে, স্বপ্নেই দেখি যে, ঈগল পাখি এসেছে। শুধু একটি নয় বরং

অনেকগুলো ঈগল পাখি এসেছে আর তোমার ও তোমার সঙ্গীদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে, সবাইকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। বুলিস বলে, তুমি আমাকেও স্বপ্নে দেখেছিলে? সে বলে, হ্যাঁ। ঈগল তোমাকে জোরে ঠোকর মেরেছে আর তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। বুলিস তার কথা শুনে তার স্ত্রীকে চপেটাঘাত করে আর বলে, তোমার মনে আরবদের ভীতি ভর করেছে আর স্বপ্নেও সেই ভয় দেখা দিয়েছে। ভয় পেয়ো না। আমি এখনই তাদের আমীরকে তোমার সেবক আর তার সঙ্গীদেরকে ছাগল ও শুকরের রাখাল বানিয়ে দিব। বুলিস অতি দ্রুততার সাথে ছয় হাজার আরোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের পিছনে রওয়ানা হয় এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর নারী, শিশু, সম্পদ, গবাদিপশু এবং আবু উবায়দার এক হাজার সেনাবাহিনীর পিছু নেয়। মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে কাফের বাহিনী সেখানে পৌঁছে যায়। বুলিস সর্বাগ্রে ছিল, সে একসাথে ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে আবু উবায়দার ওপর আক্রমণ করে। বুলিসের ভাই বুতরুস পদাতিক বাহিনীর সাথে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং কতক মহিলাকে গ্রেফতার করে পুনরায় দামেস্কের দিকে যাত্রা করে। এক জায়গায় পৌঁছে সে তার ভাইয়ের অপেক্ষায় বসে পড়ে। হযরত আবু উবায়দা এই আকস্মিক বিপদ বা সংকট দেখে বলেন, খালেদের মতই সঠিক ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পেছনে থাকবেন। এদিকে নারী ও শিশুরা চিৎকার করছিল আর অপরদিকে একহাজার মুসলিম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। বুলিস হযরত আবু উবায়দার ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করে। আবু উবায়দাও দাপটের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত সাহাল দ্রুতগতির ঘোড়ায় আরোহন করে হযরত খালেদের কাছে পৌঁছে পুরো বৃত্তান্ত শুনান। হযরত খালেদ (রা.) ইন্নালিল্লাহ্ পড়েন। তিনি (রা.) হযরত রাফে এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে এক হাজার করে সৈন্য দিয়ে প্রেরণ করেন যেন শিশু ও নারীদের নিরাপত্তা বিধান হয়। এরপর হযরত যিরারকে এক হাজার সৈন্য দিয়ে বিদায় দেন এবং নিজেও সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে যাত্রা করেন। এদিকে হযরত আবু উবায়দা বুলিসের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন, ইত্যবসরে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগমনরত মুসলমানদের সেনাবাহিনী এসে পৌঁছে যায়। তারা এমন আক্রমণ করে যে, দামেস্ক থেকে এসে আক্রমণকারী রোমানদের কাছে নিজেদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। হযরত যিরার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বুলিসের দিকে অগ্রসর হন। তাকে দেখে সে কেঁপে ওঠে এবং তাকে চিনে ফেলে। বুলিস ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পালাতে থাকে। হযরত যিরারও তার পিছু ধাওয়া করেন এবং তাকে জীবিত ধরে বন্দি করেন। এ যুদ্ধে কাফেরদের ছয় হাজার সৈন্যের মাঝে বহু কষ্টে একশজন জীবিত ছিল। হযরত যিরার চিন্তিত ছিলেন, কেননা হযরত খওলাও বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, চিন্তা করো না, আমরা তাদের এমন ব্যক্তিদের পাকড়াও করে রেখেছি যাদের বিনিময়ে তারা অতি সহজেই আমাদের বন্দিদের মুক্ত করে দিবে। হযরত খালেদ দুই হাজার সৈন্য নিজের সাথে নেন এবং অবশিষ্ট্য পুরো সেনাবাহিনী হযরত আবু উবায়দার কাছে দিয়ে দেন যেন নারীরা সুরক্ষিত থাকে এবং নিজে বন্দি নারীদের সন্ধানে বের হয়ে যান। তিনি দ্রুতপদে গিয়ে সেই স্থানে উপনীত হন যেখানে শত্রুরা মুসলমান নারীদের বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ধুলা উড়ছে। তিনি অবাক হন যে, এখানে কেন যুদ্ধ হচ্ছে! অনুসন্ধানে জানা যায়, বুলিসের ভাই বুতরুস মহিলাদেরকে গ্রেফতার করে নদীর তীরে ভাইয়ের অপেক্ষায় থেমে গিয়েছিল আর এখন তারা নারীদেরকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করছিল। বুতরুস হযরত খওলা

সম্পর্কে বলে যে, এ নারী আমার। তারা নারীদেরকে একটি তাঁবুতে বন্দি করে রাখে এবং নিজেরা বিশ্রাম নিতে থাকে। সেইসাথে তারা বুলিসের অপেক্ষায়ও ছিল। এসব নারীর মাঝে অধিকাংশই সাহসী এবং অশ্বারোহনে পারদর্শী নারী ছিল। তারা সব ধরনের যুদ্ধ করতে জানতো। তারা পরস্পর একত্র হয় এবং হযরত খওলা তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে হিমিয়ার গোত্রের মেয়েরা! আর হে তুবা গোত্রের স্মৃতিচিহ্নরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, রোমান কাফেররা তোমাদেরকে দাসী বানাবে। কোথায় গেল তোমাদের বীরত্ব এবং তোমাদের সেই আত্মাভিমানের আজ কী হলো যার চর্চা আরবের বিভিন্ন বৈঠকে করা হতো? আক্ষেপ, আজ আমি তোমাদেরকে আত্মাভিমান থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বীরত্ব ও অনুরাগশূন্য দেখতে পাচ্ছি। এই আহুত আপদ থেকে তো তোমাদের মৃত্যুই উত্তম। একথা শুনে একজন মহিলা সাহবী বলেন, হে খওলা! তুমি যা কিছু বলেছ নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু তুমি আমাদের বল, এখন আমরা বন্দি, আমাদের হাতে বর্শা, তরবারি কিছুই নেই আমরা কী করতে পারি? ঘোড়াও নেই, অস্ত্রও নেই কেননা আমাদেরকে অকস্মাৎ বন্দি করে ফেলা হয়েছে। হযরত খওলা বলেন, চেয়ে দেখ, তাঁবুর খুঁটি তো আছে। আমাদের উচিত এগুলো উঠিয়ে এই দুষ্ট লোকদের ওপর আক্রমণ করা। এরপর আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন। হয় আমরা জয়ী হবো না হয় কমপক্ষে শহীদ হয়ে যাবো। এ কথা শুনে প্রত্যেক মহিলা তাঁবুর একটি করে খুঁটি উঠিয়ে নেয়। হযরত খওলা একটি খুঁটি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যান। হযরত খওলা তার অধীনস্থ মহিলাদের বলেন, তোমরা শিকলের কড়ার ন্যায় একে অপরের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে যাও, পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হবে না, নইলে সবাই নিহত হবে। এরপর হযরত খওলা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এক রোমান কাফেরকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। রোমানরা উক্ত নারীদের সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে অবাক হয়ে যায়। বুতরুস বলে, হে দুর্ভাগারা এরা কি করছে? এক মহিলা সাহাবী উত্তরে বলেন, আজ আমরা মনস্থ করেছি যে, এসব খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ঠিক করে দিব আর তোমাদেরকে হত্যা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান রক্ষা করবো। বুতরুস বলে, এদেরকে জীবিত বন্দি কর আর খওলাকে জীবিত বন্দি করার ক্ষেত্রে বিশেষ খেয়াল রাখ। তিন হাজার রোমান সৈন্য চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তি মুসলমান মহিলাদের কাছে আসতে পারছিল না। যদি কেউ অগ্রসর হতো তাহলে উক্ত মহিলারা তাদের ঘোড়া ও তাদেরকে মেরে ফেলতো। এভাবে এই মহিলারা ত্রিশজন অশ্বারোহীর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। বুতরুস এই অবস্থা দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। সে ঘোড়া থেকে নেমে নিজ সাথীদের সাথে মিলিত হয়ে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে। কিন্তু উক্ত নারীরা সবাই এক স্থানে একত্রিত হয়ে সকলের আক্রমণ প্রতিহত করে। তাই কেউ তাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। হযরত খওলাকে উদ্দেশ্য করে বুতরুস বলে, হে খওলা! নিজ প্রাণের প্রতি দয়া কর। আমি তোমার মূল্যায়ন করি। আমার হৃদয়েও তোমার জন্য অনেক কিছু রয়েছে। তোমার কি এটি পছন্দ নয় যে, বাদশাহ্‌র ন্যায় আমি তোমার মনিব হব? আর আমার সকল সম্পত্তি তোমার সম্পত্তি হয়ে যাবে। হযরত খওলা প্রতিউত্তরে বলন হে দুরাচারী কাফের! আল্লাহ্‌র কসম, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি এখনই তোমার মাথা কাঠের খুঁটি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতাম। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তো এটিও পছন্দ করি না যে, তুমি আমার ছাগল ও উট চরাবে, আর তোমার নিজেকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করানো তো দূরের কথা। এতে বুতরুস তার সৈন্যদের বলে, এদের সবাইকে হত্যা কর। সৈন্যবাহিনী নতুন করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল আর কেবল আক্রমণ করতেই যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত

খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদল সেখানে পৌঁছে যায়। তিনি পুরো পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত হন। মহিলাদের এই বীরত্ব ও লড়াই দেখে মুসলমানরা অনেক আনন্দিত হয়। এরপর পুরো মুসলিম সেনাবাহিনী কাফের বাহিনীর সম্মুখে বৃত্তাকার হয়ে দণ্ডায়মান হয় আর একযোগে তাদের ওপর আক্রমণ করে। হযরত খওলা উচ্চস্বরে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এসে গেছে, তিনি (আমাদের প্রতি) অনুগ্রহ করেছেন। মুসলমানদের দেখে বুতরুস উদ্বিগ্ন হয়ে পালাতে আরম্ভ করে, কিন্তু পলায়নের পূর্বেই সে দু'জন মুসলমান অশ্বারোহীকে নিজের দিকে আসতে দেখে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত খালেদ এবং অপরজন ছিলেন হযরত যিরার। হযরত যিরার তাকে একটি বর্শা ছুঁড়ে মারেন, এতে সে ঘোড়া থেকে পড়তে গিয়েও রক্ষা পায়। এরপর হযরত যিরার তার ওপর আরেকটি আঘাত করলে সে লুটিয়ে পড়ে। মুসলমানরা অনেক রোমান সেনাকে হত্যা করে আর যারা প্রাণে বেঁচে যায় তারা দামেস্ক পালিয়ে যায়।

হযরত খালেদ ফিরে এসে বুলিসকে ডাকেন এবং তার সামনে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা তোমার সাথে সেই আচরণই করা হবে যা তোমার ভাইয়ের সাথে করা হয়েছে। বুলিস বলে, আমার ভাইয়ের সাথে কী হয়েছে? খালেদ বলেন, তাকে হত্যা করেছি। বুলিস তার ভাইয়ের পরিণাম দেখে বলে, এখন বেঁচে থাকা মূল্যহীন, তাই আমাকেও আমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। সুতরাং তাকেও হত্যা করা হয়। যাহোক ইসলামী সেনাবাহিনী এরপর পুনরায় আজনাদায়েনে একত্রিত হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

দামেস্কের এটি দ্বিতীয় অবরোধ ছিল। পূর্বে এক অবরোধ ছেড়ে এসেছিল। এখন এই যুদ্ধের পর পুনরায় দামেস্কের অবরোধ সম্পর্কে লিখিত আছে, আজনাদায়েনের বিজয়ের পর হযরত খালেদ ইসলামী সেনাদলকে দামেস্কের দিকে পুনরায় যাত্রা করার নির্দেশ দেন। দামেস্কবাসীরা আজনাদায়েনে রোমান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পূর্বেই পেয়েছিল, কিন্তু যখন তারা এ সংবাদ পায় যে, মুসলিম সেনাবাহিনী এখন দামেস্কের উদ্দেশ্যে আসছে তখন তারা খুব ভয় পেয়ে যায়। দামেস্কের বিভিন্ন দিকে বসবাস করা জনগণ ছুটে এসে দুর্গে আশ্রয় নেয় আর দুর্গে তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য একত্র করে নেয় যাতে মুসলিম সেনাবাহিনীর অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলেও ভাণ্ডার ফুরিয়ে না যায়। এছাড়া তারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণও জমা করে নেয়। দুর্গের প্রাচীরের ওপর কামান, পাথর, ঢাল, তির, ধনুক ইত্যাদি উপকরণ উঠিয়ে দেয় যাতে দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে অবরোধকারীদের ওপর আক্রমণ করা যায়। মুসলিম সেনাবাহিনী দামেস্কের কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করে। এরপর তারা এগিয়ে এসে দুর্গ অবরোধ করে। হযরত খালেদ (রা.) দামেস্কের সবগুলো ফটকে নেতাদেরকে তাদের সেনাদলসহ মোতায়েন করেন। এ সময় দামেস্কের শাসক ছিল তোমা। দামেস্কের নেতৃস্থানীয়, ধনী ও বিজ্ঞ লোকেরা তোমা-কে পরামর্শ দেয় যে, মুসলিম সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই, তাই হয় হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো অথবা মুলমানদের সাথে সন্ধি করে নাও। তারা যা চায় তা তাদেরকে দিয়ে নিজ প্রাণ রক্ষা করো। এতে তোমা দম্ভ ও বড়াই করে বলে, আরবদের আমি কিছুই মনে করি না, আমি হলাম মহান হিরাক্লিয়াসের জামাতা এবং যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি। আমি থাকতে মুসলমানরা এই শহরে পা রাখারও সাহস পাবে না। নেতারা বুঝাতে গেলে তোমা তাদেরকে একথা বলে সান্ত্বনা দেয় যে, অচিরেই হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে একটি বড়

সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্যের জন্য আসছে। তোমা সবদিক থেকে মুসলমানদের ওপর জোরালো আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করে। এসব আক্রমণের সময় বহু মুসলমান আহত ও শহীদ হন। হযরত আবান বিন সাঈদ (রা.)-এর গায়েও একটি বিষাক্ত তির বিদ্ধ হয়। তির বের করার পর ক্ষতস্থানে তিনি পাগড়ী বেঁধে নেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়লে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান আর এর কিছুক্ষণ পর শাহাদাত বরণ করেন। আজনাদায়েনের যুদ্ধের সময় হযরত আবান (রা.)-এর বিয়ে হযরত উম্মে আবান (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত তার হাতে মেহেদির রঙ এবং মাথায় আতরের সুগন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ একদম নতুন বিয়ে ছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.) আরবের সেসব বীরঙ্গনা নারীর মাঝে গণ্য হতেন যারা জিহাদ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি তার স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে আসেন এবং নিজ স্বামীর লাশের পাশে ধৈর্য ও অবিচলতার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে যান। নিজের মুখ থেকে তিনি অকৃতজ্ঞতামূলক একটি শব্দও বের করেন নি আর নিজ স্বামীর বিরহে কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। দাফনের পর হযরত উম্মে আবান (রা.) এক দৃঢ় প্রত্যয় ও জোরালো অভিপ্রায় নিয়ে তার তাঁবুতে গিয়ে নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নেন এবং নিজের মুখমণ্ডলে কাপড় মুড়ি দিয়ে বাবে তোমায় পৌঁছে যান; যেখানে তার স্বামী শহীদ হয়েছিলেন। বাবে তোমাতে তখন ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.) সেসব মুসলমানের সাথে যুক্ত হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে থাকেন এবং নিজ তিরের আঘাতে বহু রোমান সৈন্যকে আহত ও নিহত করেন। অবশেষে যুদ্ধ চলাকালেই সুযোগ বুঝে তিনি তোমার নিরাপত্তাপ্রহরীকে টার্গেট করেন যার হাতে মহান ক্রুশ ছিল। এ ক্রুশটি স্বর্ণ নির্মিত ছিল এবং তাতে মূল্যবান মণিমাণিক্য লাগানো ছিল। যে ব্যক্তি এই মহান ক্রুশটি ধরে রেখেছিল সে রোমান সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছিল এবং ক্রুশের দোহাই দিয়ে বিজয় ও সাফল্যের জন্য দোয়া করছিল। হযরত উম্মে আবান (রা.)-এর তির লাগতেই তার হাত থেকে ক্রুশটি পড়ে যায় আর তা মুসলমানদের হস্তগত হয়। তোমা যখন দেখে যে, ক্রুশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে তখন সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে সেটিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য নীচে নেমে আসে আর ফটক খুলে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন রোমানরাও দুর্গের ওপর থেকে তীব্র আক্রমণ করা আরম্ভ করে। তখন হযরত উম্মে আবান (রা.) সুযোগ বুঝে তোমা-র চোখ লক্ষ্য করে তির ছুঁড়েন আর তার চোখ স্থায়ীভাবে অন্ধ করে দেন। ফলে তোমা তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং দুর্গে প্রবেশ করে তারা ফটক বন্ধ করে দেয়। তোমা-র এ অবস্থা দেখে দামেস্কের অধিবাসীরা বলে, এজন্যই আমরা বলেছিলাম, এই আরবদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তাই আরবদের সাথে সন্ধি করার কোন উপায় বের করতে হবে। একথা শুনে তোমা আরও ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ সঙ্গীদেরকে বলে, আমার এ চোখের পরিবর্তে আমি তাদের এক হাজার চক্ষু অন্ধ করে দিব। দামেস্কবাসী হিমস্ থেকে সাহায্যস্বরূপ ২০ হাজার সৈন্য আসার প্রত্যাশায় ছিল। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনী এই পদক্ষেপ নেয় যে, সৈন্যদের একটি দলকে দামেস্কের পথে মোতায়েন করে রাখে। এভাবে হিমস্ থেকে আগত সেনাবাহিনীকে সেখানেই আটকে দেয়া হয়। মুসলমানরা কঠোরভাবে দামেস্কের অবরোধ করে রাখে এবং অবরোধকালেই আক্রমণ, তিরবর্ষণ এবং কামান দ্বারা শত্রুদেরকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে থাকে। দামেস্কবাসী যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তারা কোন সাহায্য পাবে না তখন তাদের মাঝে দুর্বলতা ও ভীরুতা সৃষ্টি হয়ে যায়

আর তারা অধিক চেষ্টা প্রচেষ্টা করা ছেড়ে দেয় এবং মুসলমানদের হৃদয়ে তাদেরকে পরাস্ত করার উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। দামেস্কবাসীর ধারণা ছিল, তীব্র শীতের মধ্যে মুসলমানরা দীর্ঘ অবরোধের ধকল সইতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দামেস্কের আশেপাশের খালি বাড়িঘরগুলোকে মুসলমানরা আরাম ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করে। সাপ্তাহিক ব্যবস্থাপনার অধীনে পালাক্রমে যেসব সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে থাকত তারা এসে বিশ্রাম করত আর তারা চলে গেলে আরেক দল সেনা এসে আরাম করত। এছাড়া ফটকে নিয়োজিত এসব সেনাদলের পেছনে তাদের সাহায্য ও তদারকির জন্য আরেকটি দল মোতায়েন থাকত। এভাবে অনেক দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের ওপরও নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানরা এতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং শত্রুদের সুসংবদ্ধ প্রতিরোধ ভাঙার জন্য তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বিশ্লেষণ ও রণকৌশল নিজ কাজ করতে থাকে। আর প্রতিরোধের এই সুশৃঙ্খল ও সুদীর্ঘ ধারার মাঝেও হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এমন একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সফল হন যেদিক দিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। এটি দামেস্কের সবচেয়ে উত্তম অঞ্চল ছিল। সেই স্থানে পরিখার পানিও অনেক গভীর ছিল এবং সেদিক দিয়ে প্রবেশ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) দামেস্কে প্রবেশের এই উপায় বের করেন যে, কিছু রশি একত্রিত করেন যেন প্রাচীরের ওপর উঠতে এবং দামেস্কে প্রবেশের জন্য তাতে গিঁট দিয়ে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কোনো সূত্রে এ সংবাদ লাভ করেছিলেন যে, দামেস্কের সর্দার বা নেতা, অর্থাৎ রোমান সৈন্যবাহিনীর ১০ হাজার সেনার যে সেনানায়ক ছিল, তার ঘরে একটি সন্তানের জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ কমান্ডারের ঘরে বাচ্চার জন্ম হয়েছে আর সমস্ত লোক, যাদের মাঝে তার নিরাপত্তারক্ষী সৈন্যরাও ছিল, দাওয়াতে ব্যস্ত রয়েছে। অতএব তারা সবাই অনেক পানাহার করে নেশায় বিভোর হয়ে শুয়ে পড়েছে এবং নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হয়ে গেছে। এই অবকাশে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) তার কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে মশকের সাহায্যে পরিখা পার হয়ে প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যান এবং রশিতে গিঁট লাগিয়ে সেটিকে সিঁড়ি হিসেবে প্রাচীরের ওপর শক্ত করে আটকে দেন। এভাবে বেশ কয়েকটি রশি প্রাচীরে ঝুলিয়ে দেন। ফলে রশির সাহায্যে বহু সংখ্যক মুসলমান প্রাচীরে আরোহন করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ফটকের কাছে পৌঁছে যায়। ফটকের খিলগুলো তারা তরবারি দিয়ে কেটে পৃথক করে দেন। এভাবে মুসলিম সৈন্যরা দামেস্কে প্রবেশ করে। হযরত খালেদ (রা.)-এর সেনাদল পূর্বদিকের ফটকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তখন রোমানরা ভীত হয়ে পশ্চিমের দরজায় (অবস্থান করা) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে সন্ধিপ্রস্তাব দেয়। অথচ পূর্বে তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে দেয়া সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যুদ্ধ করতে অনড় ছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সানন্দে সন্ধিপ্রস্তাব মেনে নেন। ফলে রোমানরা দুর্গের ফটক খুলে দেয় এবং মুসলমানদেরকে বলে, দ্রুত এসে আমাদেরকে এই ফটকের আক্রমণকারী, অর্থাৎ হযরত খালেদ (রা.)-এর হাত থেকে রক্ষা কর। এর ফলে সব ফটক দিয়ে মুসলমানরা সন্ধির মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করে আর হযরত খালেদ (রা.) তার ফটক দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহরে প্রবেশ করেন। হযরত খালেদ (রা.) এবং অন্য চারজন মুসলমান আমীর শহরের মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সাথে মিলিত হন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যদিও দামেস্কের কতক অংশ যুদ্ধ করে জয় করেছিলেন কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) যেহেতু সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাই বিজিত এলাকাগুলোতেও সন্ধির শর্তাবলী মেনে নেয়া হয়।

এখানে (একটি বিষয়) সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে, দামেস্ক বিজয়কে কতিপয় ইতিহাসবিদ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন, কিন্তু দামেস্কের এই যুদ্ধাভিযান হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালেই শুরু হয়েছিল, যদিও এর বিজয়ের সুসংবাদ যখন মদিনায় প্রেরণ করা হয় ততক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রয়াণ হয়ে গিয়েছিল। অতএব এটি ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষ যুদ্ধাভিযান। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের অন্যান্য যেসব দিক রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথমজন হলেন মুকাররম উমর আবু আরকূব সাহেব যিনি দক্ষিণ ফিলিস্তিন জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি গত ১৫ আগস্ট তারিখে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। উমর আবু আরকূব সাহেব ২০১০ সালে এমটিএ আল-আরাবিয়ার মাধ্যমে জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি যখন এমটিএ দেখি তখন অনুভব করি যে, নিঃসন্দেহে এরা পুণ্যবান এবং খোদাভীরু লোক। আমি একদিকে ইসলামী বিশ্বকে খুনোখুনি, ডাকাতি, চুরি এবং পরস্পরকে ঘৃণারত অবস্থায় দেখি আর পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামা'ত সুসম্পর্ক রক্ষা করার শিক্ষা দেয় আর তাহাজ্জুদ পড়ার এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার উপদেশ দেয়, এতে আমি খুবই প্রভাবিত হই এবং মনে মনে বলি, এটিই সত্য জামা'ত যার আনুগত্য আমাদের জন্য ওয়াজিব (তথা বাধ্যতামূলক)। তিনি আরও বলেন, ইস্তেখারা করার পর আমি সুনিশ্চিত হই। এরপর তিনি একটি স্বপ্নও দেখেন যে, এটিই সত্য জামা'ত। তিনি বলেন, আমি শপথ করি যে, আমৃত্যু আমি এই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকব।

প্রত্যেক সংকটময় মুহূর্তে মরহুম খুবই অবিচল থাকতেন। মরহুম বলতেন যে, আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন আমার অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তার বয়আতের পর মরহুমের সহধর্মিনী স্বপ্নে দেখেন যে, কতিপয় আহমদী মোকাররম উমর সাহেবকে নিজেদের ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে যান। তারা তাকে গোসল করান এবং তার বক্ষচ্ছেদ করে (অভ্যন্তর) পরিষ্কার করেন এবং আমাকে বলেন যে, দেখুন! আমরা তাকে সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছি। খিলাফতের প্রতি ছিল তার অশেষ ভালোবাসা এবং অনেক দোয়া করতেন। মরহুম জামা'তের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি নিজ বাড়ির একাংশ তথা নীচতলা জামা'তের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। দক্ষিণ ফিলিস্তিনের আহমদীয়া জামা'ত (-এর সদস্যরা) মরহুমের বাড়িতে জুমুআর নামায, দুই ঈদের নামায এবং বিভিন্ন মিটিং-এর জন্য একত্রিত হতো আর তার পুত্র বলেন, মরহুমের ওসিয়্যত হলো, (বাড়ির) এই অংশ সদা জামা'তের জন্য ওয়াকফ্ থাকবে। তার বিরোধীরা তার অসুস্থতার সময় বলতো যে, আহমদীয়া জামা'ত (পরিত্যাগ করে) তওবা করো তাহলে অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে, কিন্তু মরহুম এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে তবলীগী বাহাস (তথা ধর্মীয় বিতর্ক) করতেন আর এক ব্যক্তি, যে বিরোধিতামূলক বক্তব্যের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর ছিল, তার সাথে বাহাস (তথা ধর্মীয় বিতর্ক) করেন এবং তাকে এমনভাবে নিরুত্তর করে দেন যে, সে কোনো প্রত্যুত্তর খুঁজে পায় নি। রোগের তীব্রতার কারণে মরহুম যখন অসুস্থতার দিনগুলো পার করছিলেন, তখন পরবর্তী দিন তাকে আই.সি.ইউ-তে স্থানান্তর করতে হয়। ধর্মীয় বিতর্কের সময় মরহুমের পুত্র সেই মোল্লাকে, যে অনেক বেশি তার সাথে বাহাস বা বিতর্ক করতো, বলেন যে, বাবাকে

ছেড়ে দাও, তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তুমি তাকে বুঝিয়ে পারবে না। যাহোক পুত্র বলেন যে, মরহুম মুমূর্ষু অবস্থায় এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আমার মৃত্যুতে মর্মাহত হবে না। এরপর তিনি হযরত বেলাল (রা.)-এর বাণী উচ্চারণ করতে থাকেন: غدا نلقى الاحبا محمد و صحبه। অর্থাৎ আগামীকাল আমি আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হব। মরহুম অতি সর্বজনপ্রিয় এবং প্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মরহুমের সহধর্মিণী, তিন পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদেরও আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দিন যারা আহমদী নয় এবং মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, মুকাররম শেখ নাসের আহমদ সাহেবের যিনি মিঠঠি থারপারকার-এর অধিবাসী। তিনি বিগত দিনে ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মিঠঠি-এর সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। একজন পূর্ণ উদ্যমী দাঈ ইলাল্লাহ এবং ধর্মীয় আত্মাভিমান পোষণকারী একজন নির্ভীক আহমদী ছিলেন। নিয়মিত পাঁচবেলার নামায আদায়, আতিথেয়তা, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি মিঠঠি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বহু সংখ্যক বয়আত করানোরও সৌভাগ্য লাভ করেন। মিঠঠি-এর প্রথম মসজিদ তার দেয়া জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছিল। পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে তাকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত সন্তানদের বিয়ের সময় হলে আত্মীয়স্বজন নিজ বংশের বাইরে আহমদীদের মাঝে বিয়ে করানো থেকে বিরত রাখতে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে। তাকে বয়কট (তথা সমাজচ্যুত) করা হয়, তারা এদের বিয়েতে অংশ গ্রহণও করেনি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি বিরোধিতা সত্ত্বেও সব সন্তানের বিয়ে আহমদী পরিবারে করিয়েছেন। তিনি নিজ সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। সবাইকে কুরআন করীম পড়িয়েছেন, নিয়মিত নামায আদায়কারী বানিয়েছেন। তার বাড়ির মহিলাদেরকে, যারা পূর্বে হিন্দু ছিল এবং প্রথাগত পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিল, সেটি ছাড়িয়ে তাদেরকে বোরকা পরিধান করিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একদা তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, প্রতিটি সেন্টারে আমরা যদি একজন নাসের সৃষ্টি করতে পারি তবে নিশ্চিতভাবে আমরা সফল হব। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র এবং চার কন্যা রয়েছে। তার সন্তানদের মাঝে কতক ধর্মের সেবা করছেন ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো প্রাক্তন মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মালেক সুলতান আহমদ সাহেবের, যিনি বিগত দিনে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৩৮ সালে ঝাং জেলার পাক্কা নিসওয়ানা-তে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার পিতা মোহতরম সাজ্জাদা সাহেব আল-মা'রূফ শাহযাদা সাহেবের মাধ্যমে যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে স্বয়ং কাদিয়ানে গিয়ে বয়আত করেছিলেন। তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করার পর ১৯৬০ সালে ওয়াকফে জাদীদের অধীনে সেবা করার আবেদন করেন। তার ওয়াকফ-এর আবেদন গৃহীত হয়। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন ওয়াকফে জাদীদ-এর

ইনচার্জ ছিলেন তখন তিনি তাঁর অধীনে তরবিয়তপ্রাপ্ত হন এবং কিছুকাল সেখানে তরবিয়ত লাভের পর ১৯৬০ সালে মুয়াল্লেম হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। থারপারকার অঞ্চলে তাকে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে অনেক কাজ করেন। এছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলেও তিনি কাজ করেছেন। তার সেবাকালের ব্যপ্তি ৩৮ বছরের অধিক। তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি সুচারুরূপে পালন করতে থাকেন। তবলীগের একান্ত আগ্রহ ছিল এবং এ কারণেই ১৯৬৮ সালে তার ওপর প্রাণনাশী আক্রমণও করা হয়েছিল। সততা, সামাজিকতা, আতিথেয়তা, প্রফুল্লতা তার মৌলিক গুণাবলী ছিল। তাহাজ্জুদগুযার, বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং সদা দোয়ায় অভ্যস্ত মানুষ ছিলেন। আমৃত্যু খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং নিজ সন্তানদেরও এর উপদেশ দিতে থাকেন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো মুকাররম মাহবুব আহমদ রাজেকী সাহেবের যিনি মান্ডি বাহাউদ্দিন জেলার সাদউল্লাহ্পুর-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনিও বিগত দিনে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। তার এক ছেলে পাকিস্তানের বাইরে জার্মানীতে অবস্থান করছেন এবং কিছু রয়েছে লাহোরে। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত গোলাম আলী রাযেকী (রা.)-এর পুত্র ও হযরত মৌলভী গোলাম রসূল রাযেকী (রা.)-এর ভাতিজা এবং হযরত মৌলভী গওছ মোহাম্মদ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন।

মরহুমের পুত্র মাবরূর সাহেব বর্ণনা করেন যে, তিনি ৩৭ বছর সাদউল্লাহ্পুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (তিনি) খুবই দোয়ায় অভ্যস্ত, মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সত্যিকার নিবেদিতপ্রাণ, খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা পোষণকারী, নির্ভীক ও সাহসী ধর্মসেবক ছিলেন। তার তিনবার আল্লাহ্র পথে বন্দি হবার সৌভাগ্য লাভ হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত দীর্ঘ তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। অসংখ্যবার খোদা তা'লা তার দোয়া সমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণীয়তার সম্মান দান করেছেন। তিনি সত্যস্বপ্ন ও কাশফও দেখতেন। আল্লাহ্র রাস্তায় বন্দি থাকা অবস্থায়ও তিনি কয়েকবার এই স্বপ্ন দেখেছেন যে, অমুকদিন মুক্তিলাভ হবে অথবা অমুক সময় এই ঘটনা ঘটবে আর এমনটিই হতেও থাকে। দিনের অধিকাংশ সময় দরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠে রত থাকতেন। বরং এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, তিনি একদিন ফজরের নামাযে আসলে তিনি তার শরীরে হাত দিয়ে দেখেন যে, তার প্রচণ্ড জ্বর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়তে এসেছেন। এছাড়া এমটিএ-র সাথে সম্পর্ক এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার চিত্র এমন ছিল যে, যখন কম শুনতেন এবং বুঝতে না পারা সত্ত্বেও খুতবার সময় টিভির সামনে বসে অবশ্যই শোনার চেষ্টা করতেন। তার মৃত্যুর পর আশেপাশের গ্রামের অনেক অ-আহমদীরাও আসে, বরং পূর্বেও (অর্থাৎ তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ও) তারা আসতো। তার প্রতি তাদের খুবই আস্থা ছিল, তাকে দিয়ে দোয়া করিয়ে নিতো। মৃত্যুর পরও তারা এসেছে সমবেদনা জানানোর জন্য। তারা তার দ্বারা দোয়া করাতো এবং বলতো তিনি যদি আহমদী না হতেন তাহলে হাজার হাজার সংখ্যায় তার মুরিদ থাকতো। আর তার দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে অনেক অ-আহমদীও ঘটনা শুনিয়েছে এবং উদাহরণ দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরও মরহুমের পূণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)